দৈনিক ইনকিলাব

৭

তারিখ 13 AUG 1998
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৭

১৬ জন শিবির কর্মী আহত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগ ও শিবিরের মহড়া

১৪৪ ধারা জারি

শামীনুর রহমান শামীম ॥ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইসলামী ছাত্র শিবির ও ছাত্র লীগের (শা-পা) মধ্যে উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। বিবদমান ছাত্র সংগঠন দু'টি একে অপরকে মোকাবিলা করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। উভয় সংগঠনের মধ্যে সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় মেইনগেট হতে শেখপাড়া বাজার পর্যন্ত এলাকায় কর্তৃপক্ষ গতকাল (বুধবার) বেলা ৩টা হতে রাত ৯টা পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনের মত ১৪৪ ধারা জারি করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় মেইনগেট ও শেখপাড়া বাজারে সকল প্রকার সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ, ৪ জন বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তিকে একত্রে দেখা মাত্র গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সম্ভাব্য সংঘর্ষের আশংকায় ক্যাম্পাস এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

এদিকে ছাত্র লীগ আহূত ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘট চলাকালে হাসানুল, বান্না, চপল, ওমর ফয়সাল, সৈয়দ আহমেদসহ ১৬ জন শিবির কর্মী মারাত্মক আহত হওয়ায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। এ ঘটনায় শিবির কর্মীদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি কম থাকায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। ছাত্র লীগ এবং ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে ও শেখপাড়া বাজারে মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে। গত ৯ জুন কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ছাত্র লীগ কর্মী মামুন নিহত হওয়ার ঘটনাকে পরিকল্পিত হত্যা হিসেবে অভিহিত করে শিবির কর্মীদের গ্রেফতারের দাবীতে ছাত্র লীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১১ ও ১২ আগস্ট সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘট চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহনসমূহ ছাত্র লীগ কর্মীদের বাধার কারণে ক্যাম্পাসে না আসায় ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী কেউ ক্যাম্পাসে উপস্থিত হতে পারেননি। বিগত ২ দিন কোন একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। বিগত দিনে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনসমূহ আহূত ধর্মঘটে ভিসি পুলিশ প্রহরায় ক্যাম্পাসে আসলেও গত ২ দিন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ছাত্র লীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে দীর্ঘ ১৬ দিন বন্ধ থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে না খুলতেই একাডেমিক কার্যক্রমে অচলাবস্থা দেখা দেয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা কয়েকজন স্বার্থান্বেষী শিক্ষকদের চক্রান্ত, স্থানীয় রাজনীতিবিদদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ এবং একটি ছাত্র সংগঠনের অগণতান্ত্রিক আচরণের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না।